Visit Our Website :
natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১ ডিসেম্বর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৩০ নভেম্বর, ২০২০, সোমবার, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭

স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বাত্মক ধর্মঘট জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : ২০১১ সালের পর এই প্রথম জেলাতে সর্বাত্মক ধর্মঘট ও স্তব্ধ হয়ে যায় জেলার কৃষি ও শিল্প। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্র কেড়ে নিচ্ছে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি লাগামছাড়া। তাতে মানুষের ক্ষোভের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছিল। 'ধর্মঘট' সেই সুযোগ এনে দিয়েছে প্রতিবাদের। করোনাকালে নাভিশ্বাস ওঠা মানুষ রাস্তায় নামে ধর্মঘট সফল করতে। মোদীকে খুশি করতে দিদির পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। রাস্তায় এদিন বাস, টোটো, রিক্সা এবং ট্রেনের দেখা মেলেনি। বন্ধ ছিল দোকানপাট। দেশব্যাপী বামপন্থী এবং কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা ধর্মঘট সারা দেশের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও ভালো সাড়া পড়ে। দেশের কালা কৃষি আইন ও কালা শ্রমআইন বাতিল, আয়কর দেন না এমন মানুষকে করোনাকালে ৭৫০০ টাকা প্রদান করা। আকাশছোঁয়া দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি সহ সাত দফা দাবিতে ধর্মঘটকে মানুষ দুহাত তুলে সমর্থন জুগিয়েছেন।

এদিন আউসগ্রাম থানা এলাকার এলাকার ভেদিয়া দিগনগর উক্তা পিচকুরি বেরেন্ডা প্রভৃতি এলাকার শ্রমজীবী মানুষ গুসকরা বুদবুদ রুটে গুসকরা স্টেশন মোড়ের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এই কর্মসূচিকে ঘিরে শহরে ব্যাপক সাড়া

—এরপর ছয়ের পাতায়

কৃষক নেতা আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : গত ২৫ নভেম্বর রাত্রি ১০.২০ মিনিটে প্রয়াত হলেন সি পি আই (এম), পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য কৃষকসভার নেতা, আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল (৭৩)। তিনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। প্রথমে তাঁকে বর্ধমান শহরের ক্যামরি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে দুর্গাপুর সনকা হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন, সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়। এর আগে কলকাতায় কিডনি রোগের কারণে চিকিৎসাধীন ছিলেন, সেখানে তাঁর ডায়ালিসিস শুরু হয়। অনুমান সেখান থেকেই তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

২৬ নভেম্বর সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলা দপ্তরে রাজ্জাক মণ্ডলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস

—এরপর ছয়ের পাতায়

কৃষকদের দিল্লি অভিযানের সমর্থনে বর্ধমানে মিছিল ও সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ নভেম্বর : নয়া কৃষি কানুন, খাদ্য সুরক্ষা কানুনের প্রতিবাদে ও বাতিলের দাবিতে সারা ভারত কৃষক সংগ্রাম সমিতির আহ্বানে দিল্লি অভিযানের সমর্থনে পথে নামলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষকরা এদিন দুপুরে বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে কৃষকদের একটি দৃপ্ত মিছিল শুরু হয়। কার্জনগেটের সন্নিকটে বি.এস.এন.এল দপ্তরের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষক নেতা সমর ঘোষ। বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সৈয়দ হোসেন, কুনাল বক্সি। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কৃষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার। জেলার অন্যান্য মহকুমা শহরে কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরের সামনে দিল্লি অভিযানের সমর্থনে সভা হয়েছে।

প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ ˜ö|ÅÝû : প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কালনার মানুষ। কালনা সিনে সোসাইটির উদ্যোগে স্মৃতিচারণ করেন— অধ্যাপক কল্যাণ ব্যানার্জি, স্বাগতা ভট্টাচার্য, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, সিদ্ধেশ্বর আচার্য, পার্থ পাল প্রমুখ। কালনা মহারাজা স্কুলে অনুষ্ঠিত এই স্মরণানুষ্ঠানে প্রয়াতঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি করেন গৌতম ব্যানার্জি। শেষে সিনে সোসাইটি নির্মিত প্রয়াত সৌমিত্রবাবুকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

নাড়া পোড়ানোর আগুনে ভস্মীভূত ধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ নভেম্বর : নাড়া পড়ানোর আগুন থেকে জমির গাছ ধানে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল চার বিঘা জমির ধান। ঘটনাটি ঘটে আজ দুপুরে কালনা থানার কাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মুরাগাছা গ্রামে। জমির মালিক সোহরাব আলী শেখ জানান—পাকা ধান আগামীকাল কাটার কথা ছিল। কিন্তু মাঠে যন্ত্রে কাটা ধানের খড়ের আগুনে আমার জমিতে আগুন লাগে। উত্তরের জোরালো বাতাসে সেই আগুন নিমেষে পুড়ে শেষ হয়ে যায় চার বিঘা জমির ধান। পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা হল কালনা। এই মহকুমার পাঁচটি ব্লকে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। বর্তমানে চলছে ধান কাটার মরশুম। এই মরশুমে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে ধান কাটার কাজ চলছে। খড় জমিতে পড়ে থাকছে, আলু তাড়াতাড়ি বসানোর তাগিদে কৃষকরা ওই পড়ে থাকা খরে

আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এতে জমির এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে বলে সরকার এবং বিজ্ঞান কর্মীরা সতর্কীকরণ করছেন। এই সতর্কীকরণ মানছেন না৷ কেউই। এবার সেই ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হলো সোহরাব শেখের অর্থনৈতিক ক্ষতি।

কৃষকসভা ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ নাড়া পোড়ানো বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রচারাভিযান শুরু করেছে।

কৃষক নেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য, কৃষক নেতা সৈয়দ বদরুদ্দোজা (৬৩) সকলের প্রিয় (বাদলদা) প্রয়াত হোন। ২২ নভেম্বর মঙ্গলকোটের নিজ বাসভবনে ফুসফুস সংক্রমণে জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। ১৯৭৮ সালে সিপিআই(এম) দলের সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৮৮ সালে মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হোন। ২০১২ সালে অবিভক্ত সিপিআই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য হোন। তিনি মালিগ্রাম হাই স্কুলের জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। এলাকার জনপ্রিয় কৃষক নেতা সৈয়দ

—এরপর ছয়ের পাতায়

প্রবীণ সিপিআই(এম) কর্মী ভোলানাথ ঘোষ প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলার অফিস কর্মী ভোলানাথ ঘোষ-এর ২৮ নভেম্বর এক বেসরকারি নার্সিং হোমে জীবনাবসান ঘটেছে। নিউমোনিয়া রোগে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৬৯ সালে সিপিআই(এম) সদস্যপদ অর্জন করেন। কালনা কলেজে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র-আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হোন। ১৯৭১ সালে কংগ্রেসী সন্ত্রাসে কালনা ছাড়তে বাধ্য

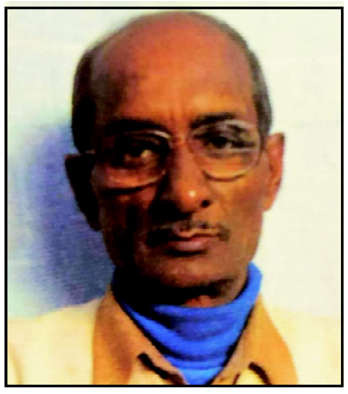

হোন। একসময় কংগ্রেসি পুলিশ 'মিশা'

—এরপর ছয়ের পাতায়

প্রয়াত ফুটবলার মারাদোনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ নভেম্বর : ফুটবলের রাজপুত্র রামাদোনাকে নিয়ে বাঙালির আবেগের শেষ নেই। মারাদোনার মৃত্যু সংবাদ ছড়াতেই বর্ধমানের শোকের ছায়া নেমে আসে। ফুটবলপ্রেমী ক্রীড়ামোদী থেকে শুরু করে আমজনতা নিজেদের আবেগকে সামলে রাখতে পারেননি। শোকাহত হয়েছেন 'ঈশ্বরের হাত' প্রদত্ত গোলের জাদুকর মারাদোনাকে নিয়ে বর্ধমানের শোকের ছায়া নেমে আসে। বিভিন্ন সংগঠন থেকে শোক প্রকাশ করা হয়।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্বস্থলী লোকাল কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নাদনঘাট মোড়ে প্রয়াত ফুটবলার মারাদোনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। মাক্সিস গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মাল্যদান করেন সংগঠনে লোকাল কমিটির সম্পাদক সৃজন বসাক, নয়ন দাস, জাহিরুল শেখ, প্রতীক ব্যানার্জি, শুভদীপ ঘোষ, শুভজিৎ সরকার প্রমুখ। পূর্বস্থলীর বগপুরেও মারাদোনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয় ২৭ নভেম্বর।

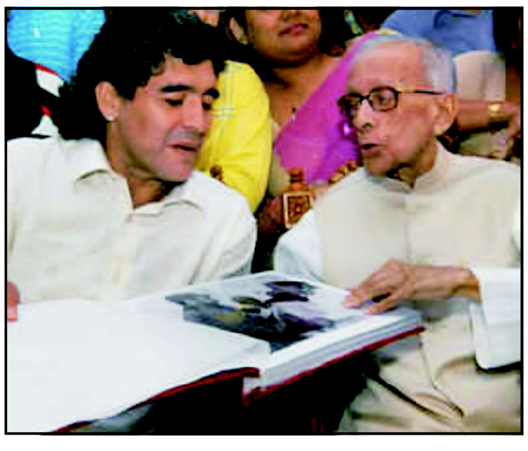

জ্যোতি বসুর সঙ্গে মারাদোনা।

নতুন চিঠি

৩০ নভেম্বর, ২০২০

জনবিক্ষোভের বার্তা

করোনা অতিমারির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সংসদকে একপ্রকার পাশ কাটিয়ে আদানি আম্বানিদের অঙ্গুলিহেলনে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষক-বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ২৬ নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি, সমর্থন জানায় একাধিক সংগঠন ও বামপন্থী সহ রাজনৈতিক দলগুলি। আধিপত্যের উৎকট নেশায় আত্মবিস্মৃত শাসকের বিরুদ্ধে জনরোষ কত তীব্র, তা টের পাওয়া গেল ধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাফল্যে। কর্পোরেট মিডিয়া যথারীতি ধর্মঘটকে লঘু করে দেখাতে মানুষের নজর ঘোরাতে তৎপর হয়েছে। এ রাজ্যে ধর্মঘটের ফুটেজ হঠাৎই পাল্টে দিয়ে মাঝেরহাট ব্রিজের উদ্বোধনের দাবি নিয়ে বিজেপির লম্ফঝম্ফ দিনের মুখ্য সংবাদ বলে প্রচার করেছে মেইনস্ট্রিম ইলেকট্রনিক মিডিয়া। রাজ্য সরকার ধর্মঘটের দাবিগুলিকে 'নীতিগত' সমর্থন জানিয়েও ধর্মঘট রুখতে 'ডায়াস নন' আদেশনামা জারি করে দ্বিচারিতা করেছে। কিন্তু মেহনতি মানুষ কবেই বা শাসকের রক্তচক্ষুর পরোয়া করেছে?

ওদিকে রাজধানীর প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করেছে হাজার হাজার আগুয়ান কৃষকের মহামিছিল। বলদর্পী সরকার ব্যারিকেড করে, হাড়-হিম করা ঠাণ্ডায় জলকামান ব্যবহার করেও ঠেকাতে পারেনি তার অগ্রগমন। এক পা পিছিয়ে, রাস্তা ছেড়ে ময়দানে সমবেত হবার শর্তে তাদের সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মানুষকে ধর্ম, জাতপাত, প্রদেশ ও ভাষার ভিত্তিতে বিভাজিত করে যারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, তারা বুঝতে শুরু করেছে মানুষের শ্রেণি পরিচয়ের ব্যাপকতা ও গভীরতা। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। শাসকগোষ্ঠী কোনো না কোনো অজুহাতে এই আন্দোলনের মাজা ভাঙতে চাইবে। সংঘবদ্ধ আন্দোলনরত কৃষকদের তাই সতর্ক থাকতে হবে। বুঝতে হবে, তাদের অভিন্ন স্বার্থই, তাদের একতাই, তাদের শক্তি। রাষ্ট্র এ শক্তিকে সমীহ না করে পারবে না। 'আচ্ছে দিন'-এর ভাঁওতাবাজি মানুষকে ধরে ফেলেছে—মিথ্যার কারবারিদের 'বুরা দিন' শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৮ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হল পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে। প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে কোভিড পরিস্থিতিতে রক্ত ও প্লাজমা সঙ্কটে মানুষের পাশে দাঁড়াতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো রানিগঞ্জের স্টুডেন্টস্ হেল্থ হোমের হলে। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গ, ছিলেন কোভিড যোদ্ধাবৃন্দ, বিধায়ক রনু দত্ত, অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার অফ পুলিশ, বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীরা, সমাজসেবী যুবক বৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বৃন্দ। রক্তদান করেছেন ৪৫ জন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ৬ জন কোভিডজয়ী মানুষ প্লাজমা দান করলেন যা এই পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ধমান শহর, কালনা, দুর্গাপুর, বুদবুদ, মেমারিতেও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। মেমারি বিজ্ঞান কেন্দ্র নাড়া পোড়ানোর বিষয়ে প্রচারাভিযান সংগঠিত করেছে।

গুসকরায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন শহিদ বেদীতে মাল্যদান এবং রান্নাঘরে বিজ্ঞান এই আলোচনার মধ্য দিয়ে গুসকরায় পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের ৩৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। বিকালে এক বিজ্ঞান কর্মীর বাড়িতে 'রান্নাঘরে বিজ্ঞান' আলোচনায় অংশ নেন স্থানীয় গৃহবধূরা। এখানে গুসকরা বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক অমল চন্দ্র দাস ও কয়েকজন বিজ্ঞানকর্মী খরচা কম করে রান্নায় উপাদেয় ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে কিভাবে খাবারকে আরো পুষ্টিকর করে তোলা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

এক ডজন প্রশ্ন

১. চার্লস ডারউইনের যুগান্তকারী গবেষণামূলক গ্রন্থ 'ওরিজিন অব স্পেসিস' কবে প্রকাশিত হয়েছিল?
২. বিশ্বের ফুটবলের রাজপুত্র বলে কে পরিচিত ছিলেন? তিনি কবে জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু? তিনি কোন সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ এনে দিতে সাহায্য করেন?
৩. কলকাতায় চৌরঙ্গি থিয়েটারের উদ্বোধন কবে হয়েছিল? উদ্বোধক কে ছিলেন?
৪. মাইশোর যুদ্ধে টিপু সুলতান কবে কার হাতে মৃত্যুবরণ করেন? তাঁর জন্ম কবে?
৫. আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল তাঁর সম্পত্তি কবে নিজ হাতে উইল করেন?
৬. ইরাণের পরমাণু বিজ্ঞানী মহসিন ফখরিজাদেহ কে কবে কারা সংঘটিত গুপ্ত হত্যা করে?
৭. রাষ্ট্রসংঘ কবে প্যালেস্তাইনকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া আহ্বান জানিয়েছিল?
৮. পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী ইউরি গাগরিন কবে ভারতবর্ষে আসেন?
৯. নেপালে প্রথম কমিউনিস্টরা কবে সরকার গঠন করে?
১০. কবে কোপা সুদামেরিকানা কাপের ফাইনালে নামার আগেই ব্রাজিলের সেপকোয়েন্স দল সহ ৭৬ জন যাত্রী বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান?
১১. বামপন্থী সংগঠন সিআইটিইউ কবে আসানসোল থেকে কলকাতা পদযাত্রা শুরু করেছিল?
১২. আন্তর্জাতিক প্যালিস্তিনীদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন দিবস কবে পালন করা হয়? কোন সালে রাষ্ট্রসংঘ এই দিবস পালনের আহ্বান জানায়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

৬ই ডিসেম্বরের শপথ

সেখ সাইদুল হক

১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল যে সাম্প্রদায়িক শক্তি সেই শক্তিই এখন দিল্লীর মসনদে আসীন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, কর্পোরেট অর্থনীতি এবং মার্কিন মদতপুষ্ট আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি দেশের রাজনীতিকে দক্ষিণপন্থীখাতে নিয়ে যেতে সব সময় সচেষ্ট থেকেছে। তাদেরই সেবক হলেন মোদি। তিনি এখন ক্ষমতায় আসীন হয়ে আরএসএসের নির্দেশে এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন যার ফলে একদিকে যেমন কর্পোরেটদের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে এবং কৃষক, শ্রমিক সহ সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের দুর্দশা যন্ত্রণা বাড়ছে, অপরদিকে শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামকে বিপথে চালিত করতে সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার বানানো হচ্ছে। ধর্মের নামে বিভাজন তৈরির চেষ্টা চলছে। উগ্র জাতিপ্রেম গড়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের রাজ্য সহ গোটা দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপদ বেড়েছে। তাই ৬ই ডিসেম্বর আমাদেরকে অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করার শপথ নিতে হবে এবং বর্তমানে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে বিপদের দিকগুলি তুলে ধরতে হবে। বাবরি মসজিদ জমি বিতর্কে সুপ্রিমকোর্টের রায়ে ন্যায় আসেনি। রায়কে নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অপরদিকে ১৬ বছর ধরে তথ্য অনুসন্ধান করে সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করে লিবেরহান কমিশন বাবরি ধ্বংস কারীদের চিহ্নিত করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট সেই কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে করা মামলা প্রমাণ অভাবের কথা বলে বাতিল করেছে। অথচ এই সুপ্রিম কোর্টই নিজেই ১৯৯৪ সালে ৬ই ডিসেম্বরের ঘটনাকে জাতীয় লজ্জা বলে অভিহিত করেছিল। তাই আমাদেরকে ঐ রায় পুনর্বিবেচনার দাবি যেমন জানাতে হবে, তেমনি রায় নিয়ে স্বনামধন্য ইতিহাসবিদরা যে প্রশ্ন তুলেছেন তা প্রচারে আনতে হবে। পাশাপাশি বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের ও তাদের মদতদাতাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এবং বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ উদঘাটিত করতে হবে।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক আক্রমণের স্বরূপ ঃ

বিজেপির সাম্প্রদায়িক আক্রমণের স্বরূপকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এক, শারীরিক আক্রমণ, দুই, সামাজিক আক্রমণ, তিন, চেতনাগত আক্রমণ। শারীরিক আক্রমণ হলো দাঙ্গার ঘটনাগুলি। গত ছয় বছরে মোদির জামানায় সারা দেশে সংখ্যালঘুদের উপর এক তরফা আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। নিহত হয়েছেন সহস্রাধিক মানুষ। এই সময়কালে ঘর ওয়াপসির নামে সঙ্ঘ পরিবার জোর করে বা প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস নিয়েছে। দুই বছর আগে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া চর্চার অধ্যাপক সেলেডন পোলক জয়পুর লিটারারি ফেস্টিভ্যালে সঠিকভাবেই বলেছিলেন মুসলমান শাসকরা এদেশে আটশত বছরের বেশি রাজত্ব করেছিলেন। ওরা জোর করে ধর্মান্তরিত করলে এদেশে একজনও হিন্দু থাকতো না। ওদের উৎসাহ না থাকলে সংস্কৃত ভাষা টিকে থাকতো না। অথচ উল্টো প্রচার হচ্ছে। লাভ জিহাদ বন্ধের নামে তারা আইন তৈরী করে এখন সংখ্যালঘু যুবকদের আক্রমণের নিশানা বানাচ্ছে। মুসলমানদের পাকিস্তানে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। গোহত্যা বন্ধের নামে দেশ জুড়ে যে তাণ্ডব সংঘ বাহিনী শুরু করেছে তাতে শুধু সংখ্যালঘুরাই নয় দলিতরা আক্রান্ত। আদিবাসীরাও আক্রান্ত।

সামাজিক আক্রমণের ক্ষেত্রে এরা হিন্দু বাদে অন্য ধর্মালম্বীদের বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি করতে চাইছে। ক্রিস্টোফার ইয়াফ্রেলো The Hindu Nationalist Movement গ্রন্থে আরএসএস পত্রিকা The Organiser এ প্রকাশিত হিন্দুত্ব বিপন্ন, হিন্দু জাগো প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। সংঘ পরিবার দেশের বহুত্ববাদকেই নস্যাৎ করতে চায়। এরা প্রাচীন বেদের শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনার নাম করে অপবিজ্ঞান, পুরাণ ইত্যাদিকে বিজ্ঞানের নামে চালাতে চাইছে। সেই ভাবেই শিক্ষানীতি রচনা করেছে।

চেতনার দিক হতে আক্রমণ মানে হল সংঘ পরিবার আম জনতার ইতিহাস চেতনাকে পাল্টাতে চাইছে। এই ইতিহাস চেতনা হলো, ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্রের। এর মর্মার্থ হলো বিভেদের মাঝে ঐক্যের চেতনা যেটা প্রকাশিত হয়েছে সংঘাত-সমন্বয় এবং ঐক্য ভাবনার মধ্য দিয়ে। বিজেপি এটা ভাঙতে চাইছে। জনতার লোকপ্রিয় ইতিহাস ধারণাকে (Popular Historical Concept) পাল্টাতে চাইছে। এরা নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে সংখ্যালঘুদের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। সেই লক্ষ্যে নাগরিক পঞ্জি করতে চাইছে। কাশ্মীরে অগণতান্ত্রিক ভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল করেছে। দেশের সংবিধান এদের হাতে আক্রান্ত।

এরা এখন Nationalism এবং Secularism শব্দদুটির সংজ্ঞা পাল্টাতে চাইছে। ধর্ম নিরপেক্ষতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বলছে এটা ধর্ম হতে নিরপেক্ষতা নয়, ধর্ম ও সমাজের সম্বন্বয়ই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা যা নাকি প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে ছিল। এই সাথে মনে রাখতে হবে প্রকৃত অর্থে কর্পোরেট পুঁজির সেবক হলো বিজেপি। মোদি জামানার ছয় বছরে কর্পোরেট পুঁজির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। কর্পোরেট স্বার্থে মোদি সরকার একটার পর একটা আইন তৈরি করেছে। তিনটি জনবিরোধী কৃষি আইন রচনা করেছে। শ্রম-বিরোধী শ্রম আইন তৈরি করেছে। দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিচ্ছে। খনি, রেল, বিমান পরিষেবা, ব্যাঙ্ক, বিমা বৃহৎ বেসরকারি মালিকদের, কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে আইন করছে। আর মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করেছে।

সংখ্যালঘু মৌলবাদের বিপদ ঃ

অপরদিকে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার উত্থান সংখ্যালঘু মৌলবাদীদেরও আরও সক্রিয় করেছে। এইসব মৌলবাদী সংগঠনগুলি যে বিষয়টি সামনে আনছে তাহলো ভারতীয় সংস্কৃতির নামে অত্যন্ত সচেতনভাবে মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিনষ্ট করার প্রক্রিয়া চলছে এবং সারাদেশে মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার বঞ্চনা ও অবিচার করা হচ্ছে। তাই মুসলিমদের ধর্মীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এরা মুসলিমদের ভারতীয় হিসাবে নয় মুসলিম হিসাবে সংগঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। প্যান-ইসলামিজমের বা বিশ্ব ইসলামী সংগঠনের ধারণাকে নির্মাণ করছে। অর্থাৎ মৌলবাদীরাও Nationalism ও Secularism এর সংজ্ঞা পাল্টাতে চাইছে। কি অদ্ভুত মিল!

মৌলবাদী এইসব সংগঠনগুলির নেতৃত্বে আসীন অর্থনৈতিক দিক হতে উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত যে অংশটি আজ মুসলিম সমাজের মধ্যে তৈরি হয়েছে তারা। মুসলিম সমাজের মধ্যে এই নতুন সামাজিক স্তরটি নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে চরিতার্থ করতে মুসলিম একতার নামে, ও মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের নামে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছে। এদের স্বার্থ ধর্ম নয়, ধর্মাতিরিক্ত ক্ষমতা। বিজেপির মতোই এরাও ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করে বিদ্বেষ বীজ বপন করছে।

এবং পশ্চিমবঙ্গ ঃ

স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলায় যেমন দাঙ্গার কিছু ঘটনা ঘটেছে তেমনি ধর্ম সমন্বয়ের একটি ধারাও সক্রিয় থেকেছে যা চৈতন্য, সুফি সম্প্রদায়, বাউল সম্প্রদায় এবং ফকিরি সম্প্রদায়, সত্যনারায়ন ও সত্যপীরের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এক সময় বাংলায় নবজাগরণ এবং তার পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অবস্থান এই ধারাকে পরিস্ফুট করেছে। স্বাধীনতার পর বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধর্ম নিরপেক্ষতার শক্তিকে শক্তিশালী করেছে। রুটি রুজির আন্দোলন, জমির ও মজুরীর আন্দোলন মানুষের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে এই পরিবর্তনের সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি তৎপর। গত কয়েক বছর ধরে কয়েক জায়গায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। প্রকৃত অর্থে এখন রাজ্যে যে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে ঢালাও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে এবং এগুলির বেশিরভাগ রূপায়িত করা হয়নি। কিন্তু এর ফল ফলছে মারাত্মক। রাজ্যে এখন প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ তৈরী করা হয়েছে। আসলে এই সরকার বিভাজন ও বিদ্বেষের রাজনীতি করছে। সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিচ্ছে। ফলে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। পাল্টা সংখ্যালঘু মৌলবাদ থাবা গাড়ছে। তাই এই সরকারের অবস্থান বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলনকে বিপথে পরিচালিত করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এটাই হোক ৬ই ডিসেম্বরের শপথ।

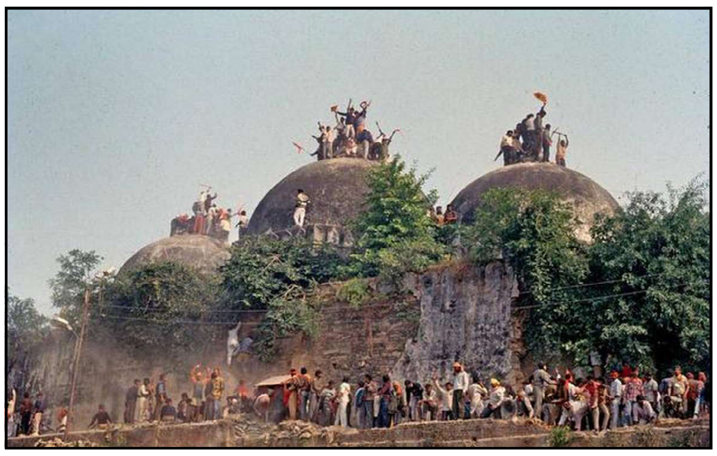

অন্য সংস্কৃতি

মানুষের সেবায়

গীষ্পতি চক্রবর্তী

গল্প

প্রায় চল্লিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন না-দেখা থেকে কেউ যদি বিদেশের অভ্যস্ত চোখে নতুন কলকাতাকে দেখে, অবাক হতে হবে তাকে। প্রতিপদে হোঁচট খেতে হবে। পুরানো কলকাতা তলিয়ে গেছে নতুন ফ্লাইওভার, আকাশছোঁয়া হোটেল, বিশাল সব ফ্লাটের পায়ের নীচে। বিদেশকেও সে যেন হার মানায় বৈভবে। বিদেশ বলতে আমাদের মনের কোণে সযত্নলালিত ইউরোপ-আমেরিকার কথাই বলছি। যে ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো শহরে বসবাসকারী বাঙালি গর্ব অনুভব করে ঠিকানা বলতে, সেই বাঙালি কোন যাদুবলে খোদ পশ্চিমী দুনিয়াকে যেন কোথা থেকে তুলে এনে বসিয়েছে পুরানো কলকাতার মাথায়। এখন ইস্টার্ন বাইপাশের ধারে নতুন সব হোটেল, মল দিনরাত এক করে জেগে থাকে প্রায় সারারাত। বিদেশের আর দেশের মাঝে যেন ফারাক নেই কোথাও। এখন শরীর খারাপ হলে সিনেমায় দেখা অ্যাম্বুলেন্স তার সাইরেন বাজিয়ে, চমকে দেওয়া আলোর ঝলক নিয়ে সাঁসাঁ করে আপনাকে নিয়ে যাবে কোনো এক মায়ার রাজ্যে, যেখানে সেন্ট্রাল এসি-র বাংলোয় ঢুকে (যদি সজ্ঞানে থাকেন) আপনার মনে হবে, এ কোথায় এলাম? এমন সাজানো গোছানো, পরিষ্কার, হিমহিম হালকা বাতাসে ভরা এ কোন স্বর্গরাজ্য? বিরাট ছাদের নীচে, মায়াময় আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক, নরম, সুগন্ধময় সোফা, বিছানা, এসব কার জন্য? এ সবই আপনার জন্য। এর ভেতরে না এলে আপনি জানতেই পারবেন না কলকাতা এগিয়েছে কতটা। খোদ লন্ডন, প্যারিস, নিউইয়র্ককে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে কলকাতা। অন্তত স্বাস্থ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে এইসব নতুন প্রজন্মের হাসপাতাল তাই বলে।

এই নতুন কলকাতার এক সচ্ছল পরিবারে জন্মেছে সুজয়। বড় হয়েছে শহরের নামি ইংরেজি স্কুলে, সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে একপা একপা করে বিদেশ থেকে এম.আর.সি.পি ডিগ্রি নিয়ে এই কলকাতায় এমনই এক হাসপাতালে কাজ করে ডাঃ সুজয় ঘোষ। বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমার মনের ইচ্ছাগুলো কানায় কানায় পূর্ণ করে এক সফল মানুষ হয়ে উঠেছে সে। সে যখন বিদেশে পড়তে যায়, তাকে পাখি-পড়া করে শিখিয়েছিল মেমসাহেবের পাল্লায় যেন না পড়ে। সুজয় কথা রেখেছে। বিদেশে যেন থেকে যাওয়ার কথা না ভাবে—বাবার ইচ্ছা। সুজয় কথা রেখেছে। ফিরে এসে বাবার এক সহকর্মীর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে, আকারে ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে দিয়েছিল সুজয়ের বাবা-মা। সুজয়ের বাবা নামকরা বহুজাতিকের একেবারে ওপরের দিকের নীতি-নির্ধারকদের একজন। সুজয় বিদেশ থেকে ফিরে এসে বাবা-মায়ের পছন্দ করা মেয়েকেই বিয়ে করেছে। মেয়ে রূপে-গুণে মানানসই। সুজয়ের পাশে মানিয়েছে বেশ। সে ঘরে বসে অলস সময় কাটানোর মেয়েই নয়। একটি এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত সে, নানা সমাজসেবার কাজ করে। শতকরা একশোভাগ সফল একটি পরিবার। এরপর আরও একটি কথা না বললে বৃত্ত পূর্ণ হবে না। এই পরিবারটি বহু নিকট আত্মীয়-বন্ধুর নিদ্রাহীনতার কারণ।

আজ বিনোদিনী স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে হাসপাতালে। কোনো অসুখের জন্য নয়। মাঝে মাঝে সুজয় বিনোদিনীকে নিয়ে যায় নিজের কাজের জায়গায়। মাত্র আধঘন্টার ড্রাইভ। পাশে বসে বিনু সুজয়ের সঙ্গে গল্প করে, ড্রাইভ করে সুজয়। সুজয় বিনোদিনীকে কেটে ছেঁটে বিনু বলে ডাকে। হাসতে হাসতে প্রায়ই বলে, তোমার ঠাকুমা নাম রেখেছিল বটে। বিনোদিনীর নাম তার ঠাকুমার রাখা। ওর বাবা-মা ফেলে দিতে পারেনি ঠাকুমার দেওয়া নাম। সুজয় বলে, শুধু নামের জন্য ভালো বিয়ে হল না বিনুর। কত ডি.এম, এসপি-র ঘর আলো করতে পারতো বিনু। শুধু নামেই সব কেঁচে গেল। শেষে এসে ঠেকল সুজয়ের একচালা ঘরে, বাপ-মায়ের সঙ্গে এক ছাদের নীচে।

—ভালো হচ্ছে না কিন্তু। কপট রাগ দেখায় বিনোদিনী।

—কোথায় বাংলো, পাঁচ-সাতটা কাজের লোক, বাগান, সিকিউরিটি সমেত গাড়ি, মেমসাহেব মেমসাহেব ডাক, আর কোথায় সুজয় ঘোষের ছোট্ট ফ্ল্যাট, ছোট্ট গাড়ি, একা একা মলে ঘুরে বেড়ানো। ধুস্, তোমার জীবনটাই বরবাদ করে দিলেন সেকেলে এক ঠাকুমা।

—এবার চেঁচিয়ে কাঁদবো, মেয়ে নিয়ে পালানোর কেস দেব লোক জড়ো করে; ভালো হবে তো?

এইসব নানা খুনসুটি করতে করতে এসে যায় হাসপাতালের গেটে। ঢুকেই বিরাট চত্বরটা ভীষণ প্রিয় বিনোদিনীর। চোখ জুড়িয়ে যায় চারিদিকে তাকিয়ে। খোলামেলা সাজানো, পরিচ্ছন্ন বিশাল চত্বর। সুন্দর ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা ছককাটা মাঠ, ছোটছোট নানা মাপে কাটা ঘন ঝোপের সারি, একদিকে রোগীর বাড়ির লোকেদের গাড়ি রাখবার জন্য খোলা বাঁধানো ময়দান, উল্টোদিকে হাসপাতালের সব স্টাফদের গাড়ি রাখার জায়গা। মাথার ওপর ঘন নীল আকাশ, কোথাও বাধা নেই, শুধু একদিক ছাড়া, যেদিকটায় হাসপাতালের বিরাট বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। খুব বড়ো করে লেখা—'মানুষের সেবায়'। ওই বিরাট হাসপাতালের গায়ে জুতসই করে হলুদ রঙে ওই লেখাটা দেখা যায় বহু দূর থেকে। সবকিছুই বিনোদিনীর চেনা। তবু দেখতে ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে এই ভেবে যে সুজয় কাজ করে সুন্দর একটা জায়গায়। ডাক্তারি করে সুন্দর সাজানো পরিবেশে। অনেক ভাগ্য করলে এমন কাজের জায়গা পাওয়া যায়। এর পাশে সরকারি হাসাপাতালের কথা মনে পড়লে গা গুলিয়ে ওঠে বিনোদিনীর। কী ভিড়, নোংরা, চিৎকার, চেঁচামেচি আউটডোরে। কী দুর্গন্ধ চারিদিকে, ময়লা পড়ে আছে যেখানে সেখানে। পানের পিক দেওয়ালে দেওয়ালে। তাছাড়া আছে নানা হকারের নানা হাঁক গেটের চারপাশে। একবার যেতে হয়েছিল সরকারি এক মেডিকেল কলেজের আউটডোরে এক বন্ধুর সঙ্গে। ওই একবারেই মনে গেঁথে গেছে সরকারি ব্যবস্থার হালচাল। জীবনে ওদিক মাড়াবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল মনে মনে। সুজয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাতে প্রথম মনে হয়েছিল সরকারি ডাক্তার নয় তো? ও ভাবতেই পারে না, সুজয় প্রতিদিন ওই নরক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাবে। আতঙ্ক গ্রাস করেছিল বিনোদিনীকে। এই হাসপাতাল প্রথম দিন দেখেই চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল বিনোদিনীর। শান্তির নীড়। নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে কাজ করে যাও। কেউ ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলবে না, গরমে ঘেমে নেয়ে, শরীর-মন নিংড়ে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না রোজ। ক্ষয়, প্রতিদিনের এই ক্ষয় গ্রাস করে মানুষকে এইসব জায়গায়। অন্তত বিনোদিনীর সেরকমই মনে হয়।

—কী ভাবছো বিনু?

সুজয়ের ডাকে সম্বিত ফেরে বিনোদিনীর।

—কিছু না।

—কিছুতো বটেই। বলবে না? বলতে হবে না। পরে বললেও হবে। হাসলো সুজয়।

কথায় কথায় হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে এসেছে বড়ো বাড়িটায় ঢোকার মুখে। এই হাঁটাটুকুও সুখের—দুজনের কাছেই।

—অ বাবা, অ মা, তোমরা কি ডাক্তার?

চমকে তাকায় দুজনে। কাঁচাপাকা চুল এক আধবুড়ি ওদের দিকে তাকিয়ে; পথ জুড়ে কোথা থেকে, যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে হাজির। একদিকে আঙুল তুলে দেখালো। একটা বছর কুড়ি-বাইশের ছেলে, নোংরা জামাকাপড়, রক্তে মাখামাখি করে একপাশে পড়ে আছে। সুজয়ের চোখে ধরা পড়ল মুখের কষ বেয়ে চুইয়ে-পড়া রক্তের ধারা।

—এখানে এলেন কীভাবে ঠাকুমা?

—বাবা, ওই রাস্তার ওপারে বস্তিতে থাকি বাবা। সকাল থেকে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। হতচ্ছাড়া নেশাভাঙ করে, বদ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে কেমন হয়ে গেল আমার ভালো ছেলেটা। কাজ কম্মো নেই, নেশার শখ। একটু দেখবে সোনা? ছেলেটাকে ডাক্তার দেখিয়ে ভালো করে দাওনা বাবা-মা আমার। আমি কিছু বুঝি না বাবা। মনে কিছু কোরো না। তোমরা দেখলে যদি হয়? বাপ-মা আমার; কমসম করে এই কটা টাকায় কিছু করে দাও সোনারা আমার।

হেসে ফেলে সুজয়। —এভাবে এখানে কিছু হয় না ঠাকুমা। আপনি সরকারি হাসপাতালে যান। ওখানে সব বিনা পয়সায়।

—এত লোক আসছে যাচ্ছে, সবার হচ্ছে, আমার ছেলেটার একটু চিকিচ্ছে হবে না বাবারা?

হতাশ চোখে চারিদিকে তাকায় বুড়ি।

ছেলেটা অস্ফুট কিছু বলতে চায় মাকে।

—আসছি বাপ, বলে বিড় বিড় করতে করতে ছেলের কাছে গিয়ে মুখ নীচু করে কিছু শুনতে চায় বুড়ি।

—চলে এসো, বলে সুজয় বিনোদিনীর হাত ধরে টানে। ওরা দুজন ঢুকে যায় হাসপাতালে। লো-ভল্যুমে একটা সুন্দর বাজনার সুর, ঠাণ্ডা পরিবেশ জড়িয়ে ধরে ওদের দুজনকে। হাসপাতালে ঢুকলেই চোখে পড়ে স্বামীজির ধ্যানমগ্ন অপূর্ব ছবি। সুন্দর পেন্টিং। জীবে প্রেম করে... ইত্যাদি লেখাটা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। মাদার টেরেসা, ফ্লোরেন্স নাইট্যাঙ্গেল, বিধান রায়—কে নেই এই হাসপাতালের দেওয়ালে দেওয়ালে। এ পরিবেশে গলার স্বর এমনিই নেমে যায় সকলের। চাপা স্বরে বিনোদিনী বলল—কিছু করা যায় না ছেলেটার?

—এখানে কিছু হবার নয়। কর্পোরেট দুনিয়া।

—তবু দেখো না যদি কিছু করা যায়।

—দেখছি।

রিসেপশনে গিয়ে সুজয় বলে, ব্যাপারটা দেখতে খুব খারাপ লাগছে। হিমাটেমেসিস বা হিমোপটিসিস, মানে বমির সঙ্গে রক্ত বা কাশির সঙ্গে রক্ত, যাই হোক, ব্যাপারটা প্রতি মুহূর্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে। অন্তত একটা স্যালাইন চালিয়ে সরকারি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেও তো কিছু একটা করা হল।

—দেখছি স্যার। অসহায় ভঙ্গিতে বলে রিসেপশনের মেয়েটা। আপনি যান। আমরা উপরে কথা বলে দেখি, এখানে ঢুকলো কী করে?

—আমিও তাই ভাবছি। শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে।

—চিন্তা করবেন না স্যার। আপনার একার দায়িত্ব নয়। এসব ভাবার দরকার নেই। আমাদের বলেছেন। আপনার দায়িত্ব শেষ। মাথার ওপর অনেকে আছে স্যার। ওদের ভাবতে দিন।

—বিনু, তুমি তো লাইব্রেরিতে বসবে। এই হাসপাতালের একটা ভালো লাইব্রেরি আছে। ডাক্তারির বই ছাড়াও নানা বিষয়ের বই, জার্নাল, খবরের কাগজ পড়বার সুযোগ আছে। বিনোদিনী এখানে এলে লাইব্রেরিতে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। সুজয় ব্যস্ত থাকে কাজে। বিকালে ও এসে সুজয়কে তুলে নেয় হাসপাতাল থেকে।

বাই, বলে সুজয় চলে যায় নিজের ওয়ার্ডে। বিনোদিনী কিছুক্ষণ কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করে বেরিয়ে পড়ে। শপিং মলে যেতে হবে। কিছু কেনাকাটা আছে ওর। বেরোনোর সময় জটলা দেখে থমকে দাঁড়ায় বিনোদিনী। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। উঁকি মেরে দেখে, মরে পড়ে আছে সেই ছেলেটা। তার রক্তমাখা বুকের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে কাঁদছে বুড়িটা। লোকজন সান্ত্বনা দিচ্ছে। বস্তির কিছু লোক জড়ো হয়েছে। বুড়িকে ধরে বসে আছে একটা মাঝবয়সী বউ। মনটা ভারি হয়ে উঠল বিনোদিনীর। মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা দিল গাড়ি রাখার বিরাট চত্বরের দিকে।

কেনাকাটা তেমন করতে পারলে না ও। মনটা খিঁচড়ে গেছে। শপিংমলের ভেতর আনাড়ির মতো ঘুরে বেড়ালো কিছুক্ষণ। এককাপ কফি নিয়ে বসল। সব চলছিল বেশ। আজকের ছবিটা কেমন একপোঁচ কালি বুলিয়ে দিল ওর স্বপ্নের জগতে। এসব কী? মনের ভিতর এই প্রথম কে যেন বলল—সব ঠিক চলছে না বোধহয়। কোথাও হয়তো কিছু গোলমাল হচ্ছে। শেষে নিজেকে বোঝালো, এরকমই হতে পারে। রাস্তায় দুর্ঘটনা হয় না? এটা সেরকমই একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

বিকেলে সুজয়কে হাসাপাতাল থেকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ফিরল। রাস্তায় তেমন কথা হয়নি। ফিরে সুজয় স্নান করে, খেতে বসল টিভির সামনে। বাবা-মার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প হয় ওদের এই সময়ে। রাতের খাবার পর শুতে গিয়ে সুজয়কে বললো ছেলেটার কথা।

—হোয়াট?

—উত্তেজিত হচ্ছো কেন? শোনো সবটা। আমি ঘন্টাখানেকর মধ্যে বেরিয়েছি। ব্যবস্থাপনা হতে হতে হয়তো মরে গেল ছেলেটা। বাড়িতেও তো এমন হতে পারে। হাসপাতালের ভেতরেও তো এমন হয়। রোগীকে বেডে শুইয়ে পরীক্ষা করতে করতে....। এসব তোমার কাছেই তো শোনা।

সুজয় সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে। স্বগোতক্তির মতো বলে—অর্ধেক চিকিৎসা করে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় টাকার অভাবে। হাসাপাতালের ইমার্জেন্সি থেকে রোগী নিয়ে চলে যায় বাড়ির লোক খরচের বহর শুনে। ইন্সিওরেন্স নেই বলে হাসপাতাল অনেককে ডিসকারেজ করে; পেমেন্ট নিয়ে শেষে ঝামেলা হয় বলে। স্রেফ কোম্পানির টাকায় রুটিন চেকআপে ভর্তি হয়ে আছে অর্ধেক

—এরপর চারের পাতায়

পরিবর্তন

কুশল দে

১.
আজকের বিদ্যাসাগরেরা
বিগবাজারে
শপিংমলে
গুগলি ছেঁচে, পিঁয়াজ বেচে।

২.
আলো ছায়া সংবিধানে
শিকড় ধর্ষণ।

অসময়

প্রভাত ঘোষ

উচিত ছিলো দারুণ শোকে
ঘৃণায় জ্বলে ওঠা
প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের
কঠিন পথে হাঁটা
উচিত ছিলো বাুল বেশে
ঘুঙুর বেঁধে পায়—
হাজির হওয়া গফুর শেখের
ঘরের আঙিনায়
উচিত ছিলো অন্ধ রাজার
মুখের ওপর বলা
সব প্রজাগণ বুঝে গেছে
তোমার ছলা কলা

অনেক কিছুই উচিত ছিলো
অষ্ট প্রহর তাই
শব্দ বিশেষ জ্বলে এখন
পদ্য লিখে যাই।

পাল্টা চাপ

জমর সাহানী

আরে দাদা! চাপে পড়ে
এভাবে
নিজের জায়গা ছাড়বেন না
একটু-একটু করে অত বেশি সরবেন না
অত বেশি সরবেন না
তা না হলে সরতে-সরতে এক সময়
নানান ধরনের চাপে—
যেমন ধরুন মুদ্রাস্ফীতির চাপ, কখনো
বাহুবলি রাজনীতিওয়ালাদের চাপ—
এক কথায় যার অন্ত নেই

সুতরাং এভাবে অনন্ত চাপে
একটু-একটু করে সরতে-সরতে
অবশেষে আপনি গর্তে পড়ে যাবেন
যার ফলে মারাও যেতে পারেন।

তাই চুপ-না-থেকে হরেক রকমের
চাপের বিরুদ্ধে আপনিও
চাপে-থাকা অজস্র লোকেদের সাথে মিলেমিশে
পাল্টা চাপ দিন
পাল্টা চাপ দিন
বেঁচে থাকার টিকে থাকার লড়াই-এ
জীবনের জন্যে জীবনে ঝুঁকি নিন।

৩১শে আগস্ট

মলয় রায়

একটি প্রতীক তুমি
রক্ত ক্ষরা স্বদেশ
আবার জন্মভূমি।

ফলন্ত ধানের গুচ্ছে
তুষি আজো মূল্যবান।
স্মরণের মাঝে
আজও চেতনায় বাঁধা গান।

অস্তিত্বে এক পরম্পরা
দিন বদলের স্বপ্ন-গড়া।
ভর্তি বাস—ভর্তি ট্রেন—
বন্ধু শহিদের টানা সাইরেন।

পাথর ভাঙা ভোরের সকাল
হাতের মুঠোয় স্বপ্নের বীজ
সময় ধরা।
হাঁটছে মানুষ ছুটছে মানুষ
শ্রমিক কৃষক সর্বহারা।।

প্রাচীন ভারতীয় স্থপতিদের দিকনির্ণয় কৌশল

সঞ্জীব চক্রবর্তী

সূর্য হল জীবনের উৎস। এই সরল সত্য ভারতবর্ষের মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশের মতো আর বোধহয় কেউ জানে না। এক সৌর বৎসরে সূর্যের আপাতগতি পথে চলনের উপর নির্ভর করে ঋতু পরিবর্তন, চাষবাস এবং দেবলোকের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত লোক-উৎসব ও আচার।

লোকায়ত সমাজের মানুষ নদী পাহাড় বৃক্ষ পশু সর্বকে আধিদৈবিক শক্তির আধাররূপে পুজা করে এসেছেন স্মরণের অতীত কাল থেকে। তাঁর উপাসনার জন্য থান, নদীর তীর, পাহাড়ের চূড়াকে বেছে নিয়েছেন। সে খোলা থান হতে পারে, হতে পারে নদীর তীর বৃক্ষতল বা গুহা, কিন্তু বৎসরের নির্দিষ্ট উপাসনার দিন কিন্তু নির্ধারিত হয় সূর্য ও চন্দ্রের গমনাগমনকে কেন্দ্র করে। সূর্য মোট বারোটি সৌর মাসে ত্রিশ ডিগ্রি হারে বারোটি রাশি অতিক্রম করে। সেই সঙ্গে চন্দ্রের বারোটি মাস অধিকাংশ পূজার দিন নির্ধারণ করে। চন্দ্রের তিনশো চুয়ান্ন দিনে বৎসরের সঙ্গে সূর্যের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের হিসাব সমান করা হয় সাড়ে বত্রিশ মাস পরপর একটি অতিরিক্ত মাস যোগ করে। সেই মাসের নাম মলমাস বা পুরুষোত্তম মাস।

লোকায়ত ও বৈদিক সমাজের আদানপ্রদান শুরু হয়ে গেছে পুরাণের যুগে। এখন সূর্যকে বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম করে সমস্ত পূজার্চনা করা হয়। সূর্যের আপাতগতি পথের উপর অবস্থিত দুটি বিষুব ও দুটি সংক্রান্তি মোট চারটি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে চিহ্নিত। সূর্যোদয় হয় পূর্বে, তাই সূর্যের উদয়ের দিক এত পবিত্র। আবার উত্তরদিকও পবিত্র নানা কারণে। উত্তর আকাশে আছে ধ্রুবতারা যার উদয় অস্ত হয় না। ধ্রুবতারার দিকেই দেবভূমি হিমালয় ও কৈলাস পর্বত। কাজেই উত্তর ও পূর্ব দিক আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ।

আদিম যুগের থানের সংস্কৃতি থেকে যখন অভিজাতবর্গ দেবালয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করছেন তখন তাঁরা দেবগৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতেন প্রধান দিকগুলি ধরে এবং দেবগৃহের মুখ্য দিকগুলির রক্ষার জন্য এক এক দেবতাকে দিকপাল রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এখন প্রশ্ন সেকালের স্থপতিরা নির্ভুল ভাবে দিক নির্ধারণ করতেন কীভাবে! সেকালে আধুনিক কম্পাস ছিল না, এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বিন্দু দেখেও নির্ভুলভাবে দিক নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কারণ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ফলে সূর্যের অবস্থান প্রতিদিনই পরিবর্তিত হয়। সেকালের বাস্তুকারেরা এই সমস্যার চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং তাঁরা নির্ভুলভাবে দিক নির্ধারণ করতেন সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে। 'মানসার' নামক প্রাচীন বাস্তুবিদ্যার গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পদ্ধতিকে 'শঙ্কুকর্মবিধানম্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ধরা যাক কোন ব্যক্তি একটি দেবালয় নির্মাণ করতে মনস্থ করেছেন। তাঁর দ্বারা নিযুক্ত স্থপতি প্রথমে সংগৃহীত ভূমির মৃত্তিকা পরীক্ষা বা সয়েল টেস্টিং করবেন। তারপর শুরু হবে দিক নির্ণয়। স্থপতি শঙ্কু স্থাপন করবেন। শঙ্কু-স্থাপনের কাল উত্তরায়ণ (ডিসেম্বর ২২—জুন ২১) বা দক্ষিণায়ন (জুন ২২ — ডিসেম্বর ২১) যে কোনো কালেই হতে পারে। তবে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাকে বর্জন করা বিধেয়।

শঙ্কু স্থাপনার পূর্বদিবসে আপ্তস্থলের মধ্যে সমতল চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে স্থলশুদ্ধি করে রাখা হবে। স্থলের মাপ এক এক দিকে চারি হস্ত প্রমাণ। সেখানে সলিল দিয়ে স্থানটি সমতল করা হবে।

শঙ্কু নির্মাণের জন্য প্রকৃষ্ট কাঠের তালিকা দেওয়া আছে। শঙ্কু হবে এক হস্ত দীর্ঘ (১৮ ইঞ্চি) এবং মূল হবে রসাঙ্গুল প্রমাণ (রস = নয়, এক অঙ্গুল = ৩/৪ ইঞ্চি), অগ্রভাগ হবে দ্বিমাত্র এবং দণ্ডটি অগ্রভাগের দিকে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। উত্তম শঙ্কু হবে সুবৃত্ত, নির্ব্রণ এবং অগ্রভাগ ছত্রাকার। শঙ্কু ও মাপ অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ হতে পারে।

তত্ত্বজ্ঞ স্থপতি শঙ্কুর দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ মাপ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করবেন। তারপর শঙ্কুটিকে কেন্দ্রে করে স্থাপন করবেন। শঙ্কু স্থাপনা হবে প্রভাতে এবং রক্ষিত হবে অপরাহ্ণ পর্যন্ত। পূর্বাহ্ণে পশ্চিমদিকে যেখানে শঙ্কুর ছায়া বৃত্তকে স্পর্শ করেছে সেখানে একটি বিন্দু স্থাপন করবেন। অপরাহ্ণে পূর্বদিকে মণ্ডলের গায়ে ছায়ার স্পর্শবিন্দু চিহ্নিত হবে। এবার তিনি শঙ্কুটিকে ত্যাগ করে সূত্র গ্রহণ করবেন।

সূত্রটিকে পূর্বদিকের বিন্দুতে স্থাপন করে উত্তরদিকে প্রসারিত করবেন, ফলে মীন আকৃতি সৃষ্টি হবে। সেখানে অঙ্গুলি চিহ্নিত হবে। দক্ষিণেও একই ভাবে সূত্র প্রসারিত হবে। ফলে মীনের পুচ্ছ ও আনন ন্যস্ত হবে। পশ্চিমের বিন্দু থেকেও একই কাজ করা হবে। দুই অঙ্গুলি চিহ্নকে যোগ করলেই প্রাক্‌প্রত্যকসূত্র বা উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয় করা যাবে।

কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয়। তাঁরা জানতেন যে মকরাদি (মকর সংক্রান্তি) ও কুলীরাদি-র (মহাসংক্রান্তি) মধ্যবর্তী কালে শঙ্কুর ছায়ার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে এবং উত্তর ও দক্ষিণ অভিমুখী হয়। পরিবর্তনশীল ছায়াকে তাঁরা বলতেন অপচ্ছায়া। বিদ্যমান ছায়াকে নির্ণয় করতে হলে অপচ্ছায়াকে দূর করতে হবে। অপচ্ছায়া নির্ণয়ের অঙ্কের সূত্র ছিল। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন অপচ্ছায়া প্রতি সৌর মাসের দিন ভাগে দশ দশ দিনে অপরিবর্তিত হয়।

তাঁরা শঙ্কুটিকে ছিয়ান্নবই (ষড়াধিকনবতি) অংশে বিভক্ত করতেন এবং সেই বিভাজন ধরে অপচ্ছায়া গণনা হতো।

উত্তর ও দক্ষিণ নির্ধারিত হওয়ার পর হবে পদ বিন্যাস। পদবিন্যাস মানে সমগ্র ক্ষেত্রটিকে কতগুলি বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা। এই পদ বা বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা গুণিতক হারে বৃদ্ধি পেয়ে এক থেকে ১০২৪ পর্যন্ত হতে পারে। প্রকৃষ্ট সংখ্যা হল ৬৪ বা ততোধিক এবং ৮১ বা পরমশায়িক শ্রেণির পদ বিশিষ্ট ক্ষেত্র। কেন্দ্রের অংশ পীঠ বা মহাপীঠে ব্রহ্মার স্থান। তাকে ঘিরে এক এক পদে দেবতা, দিকপালের অবস্থান। তাঁরা দেবগৃহটিকে রক্ষা করেন। যিনি এই সংকেত জানেন

তিনি দেবগৃহের শরীরে নানা কোষ্ঠে দিকপালদের অবস্থান দেখেই দিকনির্ণয় করে ফেলতে পারবেন।

উল্লম্ব ভাবে দেখলে দেখা যাবে ব্রহ্মস্থানের উপর গর্ভগৃহ এবং তার উপর শিখর বা বিমান নির্মাণ করা হয়েছে। এই বিমান বা শিখর তল ও উচ্চতা বৃদ্ধির কৌশল ও আধুনিক ফ্র্যাকটাল জিয়োমেট্রির মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের পুনরাবৃত্তির আকারে যে বিশাল নির্মাণটি গড়ে ওঠে সেটি ক্ষুদ্র এককেরই বর্ধিত রূপ। এইভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির আঙ্কোরভাট থেকে শুরু করে পাড়ার ক্ষুদ্র মন্দিরটিতে পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছায়া সৃষ্টি হয়ে এসেছে।

মানুষের সেবায়

—তিনের পাতার পর

বেড। জলের মতো টাকা খরচ করে বড়ো বড়ো দেশি-বিদেশী কোম্পানি তাদের এক্সিকিউটিভদের জন্য। সাত-দশদিন ফাইভস্টার ব্যবস্থাপনায় হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম, ইসিজির সামান্য এদিক ওদিক, ব্লাড সুগারের একটু বাড়তি-কমতি নিয়ে ফালতু তাত্ত্বিক আলোচনায় সময় কাটে আমাদের। আর আছেন বহু বড়মাপের সরকারি আমলারা। এরা সবাই সব বিষয়টা বোঝেন। আমরা আছি শুধু হাই, হ্যালো করার জন্য। আমাদের সিনিয়র ছাড়া কাউকে পাত্তাই দেয় না এইসব মহামান্য রোগীরা। এদের একটু মাথাব্যথা হলে ছুটোছুটি পড়ে যায় হাসপাতালে। হাসপাতালের অনেক ভালোমন্দ ব্যাপারে এদের সাহায্য লাগে। এদের হাতের মুঠোয় সব। রাজনৈতিক কর্তাদের কথা নাই বা তুললাম।

—একটু ঘুমোনো দরকার তোমার।

—গুষ্টির পিণ্ডি। ডাক্তারি ভুলিয়ে দেবে শালারা।

—এভাবে তুমি কখনো কথা বলো না। কী হয়েছে তোমার?

—দেখলে না, রিসেপশনিস্ট মেয়েটা কেমন ওপরওয়ালা দেখিয়ে দিল। ওই ওপরওয়ালার ওপর আরেক ওপরওয়ালা আছে। এভাবে উঠতে উঠতে তুমি আকাশে ভগবানের কাছে পৌঁছে যাবে; তবু আসল ওপরওয়ালার কোনোদিন দেখা পাবে না।

—তুমি জগৎ উদ্ধার করতে আসোনি। নিজের কাজটুকু কর।

—আমাদের সত্যি কোনো কাজ আছে? হাসপাতাল চলে অর্ধেক শখের অসুখের মালদার পার্টির ওপর। ওরা ভ্যালুয়েবল্ খদ্দের। রোগী নয়, খদ্দের। আমরা মাল বেচি, মাল।

—সব কী বলছো?

—হ্যাঁ, এসব না-রোগীদের বলার উপায় নেই, বেড ফাঁকা করুন, বাড়ি যান। হাসপাতাল চালায় যারা, তারা ডাক্তার নয়, বুঝলে? যারা হাসপাতাল চালায়, তারা আসলে ডাক্তারদের চালায়; আমাদের মধ্যে এক ধরনের ভদ্রলোকের চুক্তি আছে। আমরা চুক্তি মেনে চলি, যুক্তি মেনে নয়। আমরা হলাম গিয়ে সব হেঁ হেঁ পার্টি। কাল ওই রিসেপশনিস্ট মেয়েটা বলবে—গুড মর্নিং স্যার, আমি অমনি দাঁত কেলিয়ে বলব—গুড মর্নিং। ঢপবাজ। কিছু বলেনি ওপরে। মেয়েটা স্রেফ আমাকে ওখান থেকে ভাগিয়ে দিল। আমি বলতে পারবে না, কী করছেন আপনি? আমার এইটুকু অধিকার নেই, তাকে এটুকু প্রশ্ন করা আমার এক্তিয়ারের বাইরে।

—চারিদিকে কোনটা ঠিক চলছে সুজয়?

—কিছুই ঠিক চলছে না। সেজন্য সবই ঠিক চলছে।

—হঠাৎ একটা ঘটনা তোমাকে এত উতলা করছে কেন? বুঝি। অল্পবয়সী ছেলে। আমারও আজ সারাদিন খুব খারাপ গেছে। তুমি তো তবু এসব দেখেছো, আমি আজ প্রথম দেখলাম, একটা কিছু যা কাঁটার মতো বিঁধিছে আমাকে। বিশ্বাস করো, ডাক্তারি, ব্যবসা, এসবের জটিল অঙ্ক বুঝি না আমি। ভালো লাগছে না আমারও।

—বিনু, লন্ডন, প্যারিস হয়ে উঠছে কলকাতা। সব বড়ো বড়ো ব্যাপারগুলো ব্যায়বহুল। বড় সেট-আপের খরচ আছে। খরচ না তুললে সবটা চলবে কী করে? এ কথাটাও মিথ্যা নয়। তবুও এর মাঝে কোথাও একটা ফাঁক আছে। লন্ডন বল, প্যারিস বল, কোথাও সবটা ঠিক এরকম নয়। বাইরে দেখতে একরকম হলেও ভেতরে কিছু ফারাক আছে। হয়তো এসব ব্যাপার আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

—ঘুমিয়ে পড়ো প্লিজ। কাল সকালে উঠতে হবে। অনেক রাত হলো।

এভাবে সব আবার ঠিক হয়ে গেল। ওদের জীবনে ছন্দ ফিরে এল। হঠাৎ একটা ঢেউ উঠেছিল। ঢিল পড়েছিল পুকুরে, সময়ের সাথে আবার সব আগের মতো চলতে লাগলো। শুধু সুজয় একটু খিটখিটে হয়ে গেছে। লক্ষ করছে বিনোদিনী। ওর মার চোখ এড়ায়নি ব্যাপারটা। বিনোদিনীকে জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর পায়নি।

□

ব্যাপারটা থিতিয়ে যাওয়ার পর প্রায় মাস দুই কেটে গেছে। হঠাৎ ফোন হাসপাতাল থেকে। বিনোদিনীকে ফোন করেছে হাসপাতালের রিসেপশন থেকে। সুজয় ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। আঁতকে ওঠে বিনোদিনী।

—কী হয়েছে? কোনো অ্যাক্সিডেন্ট?

—না না, সেসব নয়; রাস্তায় কারও সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে পড়ে সুজয়। তারপর ওকে মারধর করে কয়েকজন। গাড়ি রাস্তার ধারে দাঁড় করানো। কিছু লোক ওকে পৌঁছে দেয় হসপাতালে।

—কথা বলা যাবে ওর সঙ্গে?

—ওনার চেকআপ চলছে। চিন্তা করবেন না, আপনারা চলে আসুন।

—ট্যাক্সি ভাড়া করে সুজয়ের বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে চলে যায় বিনোদিনী।

সুজয় শুয়ে আছে। হাতটা মাথার ওপর। কেঁদে ফেলে বিনোদিনী।

—কী হয়েছে তোমার? মারপিট কেন?

—ছোটলোক সব। দামি মোটর সাইকেল নিয়ে মজা মারছে রাস্তায়। যেখানে খুশি যেভাবে খুশি চালাবে?

—তোমার কী?

—আমার গাড়ির সামনে এসে ঝপ করে ব্রেক। বাবুরা স্রেফ গ্যাঁজাবে রাস্তার ধারে। আরেকটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট হতো আমার। নেমে বলতে গেলাম, কী হচ্ছে এসব? কী ভাষা মুখের! প্রতিবাদ করাতে কলার ধরে রাস্তার মধ্যে... । একটা লোক প্রতিবাদ করল না। খিস্তি দিতে দিতে ওরা চলে যাওয়ার পর হাসপাতালে পৌঁছে দিল কয়েকজন লোক, রাস্তার ধারে রাস্তা সারাইয়ের কাজ করছিল ওরা। বিনোদিনীর হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল সুজয়।

সুজয়ের বাবার মুখে কথা নেই। মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল ছেলের। ইতিমধ্যে বিনোদিনীর বাবা-মা এসে উপস্থিত।

একজন বয়স্ক ডাক্তার এসে হাসতে হাসতে বিনয়ের সঙ্গে ওদের বাইরে যেতে বলল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর উনি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সুজয়ের বাবার কাছে চলে এলেন। —ওকে হাসাপাতালে দেখি। আলাপ হয়নি কখনো। খুব গুরুতর কিছু হয়নি। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। ও আঘাত পেয়েছে মনে। ঝড় বয়ে গেছে ওর মনের ওপর দিয়ে। রাস্তায়, সবার চোখের সামনে মার-খাওয়ার মতো অপমান মানতে পারছে না কিছুতেই। খুব ভালো কেরিয়ার; সাফল্যের পর সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আপনার ছেলে। এছাড়াও অন্য অনেক কথা হল। অনেক আড়াল দিয়ে, ছোট্ট চারাগাছকে আগলে আগলে বড় করেছেন। একা চলতে গিয়ে আপসেট হয়ে যাচ্ছে। কদিন বিশ্রামে থাকুক। এই হাসপাতালে ও খুব পপুলার। আমরা আছি। আপনারাও রোজ আসবেন যখন খুশি। আপনাদের জন্য ভিজিটিং আওয়ার্সের বিধি থাকবে না।

বিনোদিনীকে বলেন—তুমি ওর স্ত্রী? 'তুমি' করে বললাম। কিছুদিন ও খিটমিট করবে। ধৈর্য ধরতে হবে, বুঝলে মা?

মাথা নাড়ায় বিনোদিনী। খুব ভালো লাগে ওর। ভরসা করার মানুষ আছে সর্বত্র, ভাবে ও।

সুজয়ের বাবার দিকে তাকিয়ে উনি বলেন—জীবনের আলোর দিকটাই ও দেখেছে চিরদিন। উল্টোদিকে অন্ধকারের চেহারাটা কোনোদিন দেখেনি ও। হঠাৎ অন্ধকারের সামনে ও বিহ্বল হয়ে গেছে। জীবন সবটা নিয়ে। ওর হয়ে অনেকটা লড়াই করেছেন আপনারা। তাই ও কিছুটা ছেলেমানুষ থেকে গেছে একদিক থেকে। যাই হোক, ঠিক হয়ে যাবে ও। আমরা আছি তো। ভরসা রাখুন।

—ডাক্তারবাবু, আপনারা ছাড়া ভরসা কোথায়? সুজয়ের বাবা বলে ওঠে।

বিনোদিনীর ফোন বেজে ওঠে। ওদিক থেকে মিহি গলায় বলে—হ্যালো, স্যারের, আই মিন ডঃ সুজয় ঘোষের মিসেস আপনি?

—হ্যাঁ।

কোনো দরকারে উনি এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলেছেন। আসলে দু-একটা ফরমালিটি আছে। একটু কষ্ট করে রিশেপসনে আসতে হবে আপনাকে। কয়েকটা কাগজে সই করার ব্যাপার; তেমন কিছু না। আরেকটা বিষয়, বলতে খারাপ লাগছে, তবু না বললেই নয়। চুপ হয়ে যায় ওদিকে।

—না না, খারাপ লাগার কিছু নেই; নিঃসংকোচে বলুন।

—আসলে এখানে রোগীর অ্যাডমিশনের সময় পার্টিকে তিন লাখ টাকা জমা দিতে হয়। উনি আমাদের নিজেদের ঘরের মানুষ। অথরিটি বলে দিয়েছে, ওনার ক্ষেত্রে প্রথমে লাখ দুই জমা দিলেই হবে। তাড়াহুড়ো নেই। আজ না হয়ে কাল হলেও হবে। স্যারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। বাই, ম্যাডাম। যে-কোনো দরকারে কল করবেন।

লজ্জা

কাকলি ঘোষ

সাঁঝবাতি জ্বালিয়েই ঠাকুমা ডাক দেন—খুকিরা
ঘরে আয়, রাতের বেলা বাইরে থাকতে নেই। তখনও
আমরা হায়নাদের চিনিনি, দাদু বৈঠকখানা ঘরের
দাওয়ায় বসে চায়ের কাপ তুলে বলেন—
দেশটা এগোচ্ছে কেমন দেখো। দোকানে টাকা না দিলে
ছেলেও কেনা হয়ে যায়। আমি বলি, দাদু এটাও বোঝ না,
এটা ডিজিটাল ইন্ডিয়া।
হায় আমার ডিজিটাল ইন্ডিয়া—আমার বন্ধু
রুকসানা, পড়তে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। সাইকেল পড়ে
ছিল মাঠের পাশে, ও ছিল ধানক্ষেতে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত, মৃত।
আমি সেদিন মোমাবাতি মিছিলে যাইনি। চিৎকার করে
বলেছি—তোমাদের লজ্জা করে না। প্রতিদিন শুধু
একটাই শোরগোল—কাঁটাতার আর ধর্ষণ।
আমি একটা আয়না রেখেছি উঠোনে—যদি ভুল করেও ওরা
ওদের ভালোমানুষের মুখোশটা ছিঁড়তে চায় সেই আশায়।
যদি আবার ঈদের নামাজ আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি
এক সুরে মিশে যায় সেই আশায়।
যদি আবার একসুরে বলে উঠি, প্রিয়াঙ্কা, নির্ভয়া—
তোমরা যাদের ক্ষমা করতে পারবে না আমরা তাদের
হত্যা করব।
লজ্জা নামক সন্ধ্যার চাদর সেদিন উড়ে যাবে পলাশ
আর শিমুল ছোঁয়া বাতাসে।

পরিযায়ী শ্রমিক : দুই সরকার ও বামপন্থীরা

উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শ্রম। অর্থনীতিকে সচল ও গতিশীল করে শ্রমিক। ভারতে শ্রমের স্থানান্তর ঘটে রাজ্যে রাজ্যে শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরির পার্থক্যের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার সদ্য শ্রম মন্ত্রককে পরিযায়ী শ্রমিকের সংজ্ঞা তৈরির দায়িত্ব দিয়েছে। 'ইন্টারস্টেট মাইগ্রেন্ট অ্যাক্ট' পাঁচ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগ করে এমন সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং অসংখ্য শ্রমিক যারা অন্য রাজ্যে কাজ করছে তাদের প্রকৃত সংখ্যা অনিরুপিত থেকে যায়। সাধারণভাবে অন্যরাজ্যে, স্থানে, বিদেশে যারা শ্রমশক্তি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে ও নিজ রাজ্যে একটা অংশ পাঠায় ও যাদের শিকড় রয়েছে নিজভূমে তাদেরকে পরিযায়ী শ্রমিক বলা হয়। দেশের ও রাজ্যের অর্থনীতিতে এদের অবদান উৎসাহব্যঞ্জক। প্রথম পর্যায়ে ২৫ মার্চ থেকে টানা ৪০ দিন দেশে লকডাউন ঘোষিত হয়। কাজ হারায় অসংখ্য শ্রমিক। অন্য রাজ্যে কর্মরত শ্রমিকরা নিজ রাজ্যে ফিরতে তৎপর হয়। করোনা মোকাবিলায় প্রযুক্ত লকডাউন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিদারুণ সমস্যা সবার সামনে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, ভারত সরকার বিদেশে অবস্থানরত ও কর্মরত কিন্তু বর্তমানে বিপদাপন্ন কর্মীদের ১১ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আকাশপথে দেশে ফেরায়। অবশ্যই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু মাত্র চার ঘন্টার নোটিশে অপরিকল্পিতভাবে লকডাউন ঘোষণা করে দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে কর্মরত, পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করেও তাদের দেশে ফেরানোর কোন ব্যবস্থা করল না ভারত সরকার, এটাই লজ্জার।

অন্য রাজ্যে কাজ হারানো পরিযায়ী শ্রমিকদের অনাহারে অর্ধাহারে শিশু কোলে মোট মাথায় শত শত মাইল হেঁটে, নিজ নিজ ব্যয়ে ট্রাকে বা অন্যভাবে ঘরে ফেরার মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে বিশ্ব স্তম্ভিত হল। এ সময়েই কেন্দ্র ও আমাদের রাজ্য সরকারের অমানবিক মুখ আরও স্পষ্ট হল। সি পি আই এম সহ বামপন্থীরা দাবি করে, শ্রমিকরা যে রাজ্যে আছে সেখানে তাদের থাকা খাওয়ায় ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে সম্মানের সঙ্গে নিজ নিজ রাজ্যে তাদের ফেরাতে হবে। কেন্দ্র ও আমাদের রাজ্য সরকার দুইই এ কাজে ব্যর্থ। অনন্ত পথ চলা প্রসঙ্গে মাদ্রাজ হাইকোর্ট মন্তব্য করে 'এটা হিউম্যান ট্রাজেডি'।

বামপন্থীদের ও গণতান্ত্রিক মানুষের ক্রমাগত চাপ, আমাদের রাজ্য সরকার ছাড়া অন্য কয়েকটি রাজ্যের প্রচেষ্টায় ১ মে থেকে রেল শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালু করে। করোনা পরিস্থিতিজনিত পর্যায়ক্রমিক কার্যকরী লকডাউন যত দিন প্রসারিত হয়েছে ততই পরিযায়ীদের হৃদয়বিদারক চিত্র সামনে এসেছে। অভুক্ত, পরিশ্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক কাতারে কাতারে প্লাটফর্মে বাসস্ট্যান্ডে অনন্ত অপেক্ষায়। মুজফফরপুর স্টেশনে দিল্লি থেকে আসা একটা ট্রেনে খেতে না পেয়ে এক শিশুর মৃত্যু বা ওই একই স্টেশনে মৃত মাকে জাগানোর চেষ্টা

করছে এক শিশু যে জানে না তার মা মৃত, ট্রলিব্যাগে ঘুমন্ত শিশুকে টেনে নিয়ে চলেছে মা বা অশক্ত বাবা-মাকে গাড়িতে বসিয়ে একদিকে বলদ আর একদিকে মানুষ টেনে নিয়ে চলেছে, এ সবই সামগ্রিক চিত্রের এক খণ্ড অংশ মাত্র। ক্লান্ত পরিযায়ী শ্রমিক রেললাইনে ঘুমিয়ে পড়েছে, চলন্ত মালগাড়ির চাকায় তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়েছে, লাইনে ছড়িয়ে আছে হাতে গড়া রুটি, তাদেরই রক্তে ভেজা, গভীর বেদনার এসব দৃশ্য। তথ্যে প্রকাশ, ৩১ মে পর্যন্ত দুর্ঘটনায় ১৯৮ পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৪০০।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিদারুণ অবস্থা লাঘবের উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মে মাসের শেষে হস্তক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্ট। কোর্টের ঋজু মন্তব্য,—তাদের ঘরে ফেরানোর সরকারি ব্যাবস্থাপনা ত্রুটিপূর্ণ, অপ্রতুল। কোর্টের নির্দেশ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকেই ট্রেন ও বাস ভাড়া দিতে হবে। রাজ্যে অবস্থানকারী পরিযায়ীদের সেই রাজ্যের সরকারই খাবার দেবে। রেলে আসা শ্রমিকদের খাবার বিনামূল্যে দেবে রেল। পরিতাপের বিষয় এটাই, প্রশাসন কতটা অপদার্থ হলে সাধারণ মানবিক দায় ও দায়িত্ব সম্পর্কে কোর্টকে নির্দেশ দিতে

দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

হয়।

সামগ্রিক অব্যবস্থার মধ্যে নীতি আয়োগের সি ই ও অমিতা কান্ত মন্তব্য করেছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের হতদরিদ্র অবস্থা ও দুর্দশা কাটাতে প্রশাসন অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য যত্নশীল হলে শ্রমিকদের কল্যাণ হত। ভদ্র ভাষায় তীব্র সমালোচনা।

কেন্দ্র ও আমাদের রাজ্য সরকার খাদ্যের পরিবর্তে দিয়েছে আশ্বাস। ক্রমাগত প্রতিবাদ আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে, মে জুন দু মাসে আট কোটি পরিযায়ী শ্রমিকদের বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হয় ঘোষণার ২.২৫ শতাংশ অর্থাৎ কুড়ি লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষকে। আট লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য রেশন মারফত পাওয়ার কথা থাকলেও তারা পায় কুড়ি হাজার একশ একত্রিশ মেট্রিক টন। ঢক্কানিনাদ থাকলেও সিংহভাগ শ্রমিক এই প্রকল্পের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছে। অথচ এই সরকার সোল্লাসে কর্পোরেট পুঁজির বিত্তবান মালিকদের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করেছে। ঋণ খেলাপিদের বিদেশে পালানো আটকাতে পারেনি।

প্রতিটি রাজ্য সরকার যখন তাদের রাজ্যের শ্রমিকদের ফেরাতে তৎপর তখনও আমাদের রাজ্য সরকারের বোধোদয় হয়নি। এই সরকার কেন্দ্রকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত থেকেছে। সি পি আই (এম) পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানোর চাপ তীব্র করে। তখন ভিন রাজ্যে চিকিৎসা করতে যাওয়া, তীর্থে যাওয়া ও পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে আনার জন্য মাত্র ৮ টি ট্রেন আনার ব্যবস্থা করা হয়। এতে যাত্রী আসতে পারে মাত্র ত্রিশ হাজার। অন্য রাজ্যে তখন শ্রমিক রয়েছে আনুমানিক দশ লক্ষ। অথচ ট্রেন চলা শুরু হয়েছিল ১ মে।

ইতোমধ্যে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। টেস্ট হচ্ছে কম। রোগ নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা তথ্য চাপতে ব্যস্ত সরকার। অন্য রাজ্য তাদের শ্রমিকদের রাজ্যে আনলেও, আমাদের রাজ্য এ ব্যাপারে চূড়ান্ত দেরি করে। মুখ্যমন্ত্রী করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থতার দায় চাপান পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর। শ্রমিকদের ফেরার ট্রেনকে 'করোনা এক্সপ্রেস' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি বলেন, করোনা পুরো কন্ট্রোল করে দিয়েছিলাম। লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আসছে, তাই আর করার কিছু নেই (২৭/৫)। তথ্য অন্য কথা বলছে; ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৩৭২ ও ১০৫ জন। ঠিক এক মাস পর তা হয় যথাক্রমে ৪০০০ ও ৩০০ জন। মৃত্যুর হারে রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন আক্রান্ত শ্রমিকদের কোয়ারেন্টাইনে রাখার পরিকাঠামো নেই : 'কোথায় সেই মেসিনারি'? কেন্দ্রকেই এখানে করোনা সামলাতে হবে। তাদের বেশি খাবার দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্যের নেই। তিনি বলেন বাড়ির লোকজন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এসে খাবার দিয়ে যেতে পারবে। অর্থাৎ দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা।

মুখ্যমন্ত্রী যখন এ কথা বলেন তাঁর এক সাংসদ বলেন তাদের 'জামাই আদর' করতে হবে নাকি?

এই নেতিবাচক ও অমানবিক আচরণের ঠিক বিপরীত ভূমিকা দেখা যায় সি আই টি ইউ, ডি ওয়াই এফ আই, এস এফ আই সহ গণসংগঠনের কার্যধারায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখার পরিকাঠামো নেই বা 'কোথায় সেই মেসিনারি' এই বক্তব্যের বিপরীতে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে সি আই টি ইউ সহ গণসংগঠনসমূহ স্বেচ্ছাসেবক জোগানোর প্রতিশ্রুতি প্রশাসনকে দেয়। শুধু কথার কথা নয়, নিজেরা পার্টির সহযোগী হয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ব্যবস্থা করে, বাড়িতে যারা আছে তাদের খাদ্য, সাবান, ইত্যাদি সরবরাহ করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ।

পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় নানা ভাবে পরিযায়ী ভাই-বোনদের যে সহযোগিতা করা হয়েছে তার কয়েকটির কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গলসির দামোদরের পাড় দিয়ে হেঁটে ঘরে ফিরতে চাওয়া শ্রমিকদের দেখভাল করে পার্টি কর্মীরা। তারা অভুক্ত, পরিশ্রান্ত শ্রমিকদের রাত্রে থাকা, খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করে পুরাতন গ্রামে। যত দিন শ্রমিকরা হাঁটাপথে নিজ নিজ বাড়িতে ফেরার জন্য ঐ পথ অতিক্রম করেছে তত দিন পর্যন্ত ওই ক্যাম্প চলেছে। গলসির চাকতেঁতুলেও পার্টির উদ্যোগে ওই সেন্টার চলে দীর্ঘদিন। সর্বত্র মানুষ সহযোগিতা করেছ। ভাতারের বামসোরে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চলে ২১ দিনের বেশি। টিফিন, রান্না খাবার দেওয়া হয় প্রতি দিন। সবটাই পার্টির উদ্যোগে। বর্ধমানের উল্লাস মোড়ে সড়ক পথে বিভিন্ন যানে আসা শ্রমিকদের চার দিন পর্যায়ক্রমে সি আই টি ইউ ও ডি ওয়াই এফ আই কর্মীরা খাবার জল সরবরাহ করে।

ডি ওয়াই এফ আই কর্মীরা বর্ধমান শহরে করোনা আক্রান্ত পরিবারে খাবার পৌঁছে দেয়। তাদের কী কী প্রয়োজন তার খোঁজ নেয়।

অনুরূপভাবে নবাবহাটেও কার্যক্রম চলে। বড়ুলেও সহযোগিতা চলে। এছাড়া সমগ্র মেমারি, মন্তেশ্বর, কালনা, রায়না, খণ্ডঘোষ, মঙ্গলকোটেও পরিযায়ী শ্রমিকদের সিপিআই(এম) সব রকমের সাহায্য করেছে।

কেতুগ্রামের কিষাণ মাণ্ডিতে সরকার কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু করে। ভয়ংকর অব্যবস্থা। অপরিষ্কার পরিবেশ। খাদ্য, জলের অভাব। কর্মীরা প্রশাসনিক স্তরে ডেপুটেশন দিয়েই বসে না থেকে খাবার সরবরাহ করে। যখন তাদের অঞ্চলে পাঠানো হয় তখনও কর্মীরা রান্না খাবার সরবরাহ করে। কালনা মহকুমায় পার্টি ও গণসংগঠনের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি সেন্টার তৈরি হয়। সবচেয়ে বড় কথা, সরকার যখন তাদের ফেরাতে গড়িমসি করছে তখন কেন্দ্রীয় স্তরে সিটুর সহযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে পূর্বস্থলীর দুটি ব্লক ও কালনার পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পার্টি তাদের দেখভাল করে। সমুদ্রগড় স্টেশনে পরিযায়ী ও কাজহারা শ্রমিকদের জন্য কমিউনিটি কিচেন চলে ৮৪ দিন। দেড়শো পৌনে দুশো মানুষ বহু দিন খাদ্য পেয়েছে। পার্টির ডাকে মানুষ সাহায্য করেছে অভূতপূর্ব। প্রশাসনে না থেকেও বিপদের সময় বামপন্থীরাই যে মানুষের প্রকৃত বন্ধু হয় তা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও যেমন সত্যি, করোনা অতিমারি দেখালো এ ভয়ঙ্কর সময়েও তারাই মানুষের প্রকৃত বন্ধু।

২০২০ সাল : আন্তর্জাতিক নার্স ও ধাত্রীবর্ষ

কাজী আবদুল করিম

২০২০ সালকে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক নার্স ও ধাত্রী বর্ষ হিসেবে পালনের আহ্বান জানায়। ঘটনাচক্রে এবছর আবার সমগ্র বিশ্বে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়েছে। এক কোটির অধিক মানুষ আক্রান্ত। লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্ষ পালন খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

আধুনিক নার্সিং ব্যবস্থার জননী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তার দ্বিশত জন্মবার্ষিকীকে (জন্ম ১২ মে ১৮২০ সাল, মৃত্যু ১৩ আগস্ট ১৯১০ সাল) স্মরণে রেখে এই বর্ষপালন হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হল 'নার্সেস : এ ভয়েস টু লিড'।

একটি স্বচ্ছল ও ধনী পরিবারের মেয়ে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল যখন নিজেকে সমাজসেবার কাজে যুক্ত করার জন্য নার্সিং প্রশিক্ষণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন এই কাজ সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত হতো না। ১৮৫১ সালে তিনি তাঁর পরিবারের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও জার্মানি গিয়ে নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন এবং একবছর পর লন্ডনে ফিরে নার্সিং-এর কাজে যুক্ত হন। ১৮৫৪-৫৫ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়, এই যুদ্ধে একদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক এবং সার্ভিনিয়া অন্যদিকে রাশিয়া। যুদ্ধে আহত ও নিহত সৈন্যদের দুর্ভোগের কথা সংবাদপত্রে ছাপা হতো। সেইসব দুর্ভোগের বিবরণী পড়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে সরকারের অনুমতি নিয়ে কয়েকজন নার্সকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। কনস্টান্টিনোপলের স্কুটারিতে পৌঁছে হাসপাতালে গিয়ে নার্সিং-এর কাজে যোগ দিতে চান। প্রথমে চিকিৎসকরা এই মহিলা নার্সদের পাত্তা দেয়নি। কিন্তু বহু সংখ্যক আহত সৈন্য যখন 'ব্লাকসি' পেরিয়ে আসতে থাকে তখন তাদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য কাজে নিতে বাধ্য হন। ফ্রোরেন্স নাইটিংগেল শুধু সৈনিকদের সেবার কাজই করতেন না, পাশাপাশি হাসপাতালকে পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন রাখা, রান্নাঘর জীবাণুমুক্ত এবং পুষ্টিকর খাবারের উপর জোর দেন।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসা সৈনিকরা যখন হাসপাতালের বেডে ছটফট করতো তখন তিনি তাদের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করতেন, রাত্রে অনেকেই যখন ঘুমিয়ে পড়তো তখন তিনি লণ্ঠন হাতে আহত সৈনিকদের কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন। অল্প আহতদের পরীক্ষা করতেন, ওযুধ লাগিয়ে দিতেন। আহত সৈনিকরা তাঁকে 'দ্য লেডি উইথ দ্যা ল্যাম্প' ডাক নামে অভিহিত করতো!

'দ্য টাইমস্ পত্রিকায় লিখেছিল 'রাত্রিবেলা তিনি রোগীদের বিছানার পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াতেন, রোগীদের সান্ত্বনা দিতেন এবং অল্প জখমদের পরীক্ষা করতেন। এঁদের সেবা সুশ্রূষা এবং ভালো রান্নাবান্না করে খাওয়ানোর ফলে ১৮৫৫ সালে হাসপাতালে মৃত্যুহার ৪২ শতাংশে নেমে আসে। সেই সময় তিনিও 'ক্রিমিয়ান ফিভারে' আক্রান্ত হন এবং একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হন। সেই জ্বর অবস্থাতেও তিনি রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যান। ১৮৫৬ সালে লন্ডনে ফিরে লন্ডনের হাসপাতালগুলিতে স্যানিটারি ব্যবস্থা সহ খাওয়া-দাওয়া এবং নার্সিং-এর উপর জোর দেন। নার্সিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য তহবিল গঠন করেন এবং তা দিয়ে প্রশিক্ষণ স্কুল তৈরি করেন। সেই সময় তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন—'নোটস অন হসপিটাল' এবং 'নোটস অন নার্সিং' যা আজও আধুনিক নার্সিং অনুশীলনের ভিত্তি বলে বিবেচিত।

কুইন ভিক্টোরিয়া ফ্রোরেন্সকে 'দ্য নাইটিংগেল জুয়েল' বলে স্বীকৃতি দেন। পরে তিনি 'অর্ডার অব মেরিট' সহ নানা পুরস্কার ও পদবীতে ভূষিত হনও নিজের জীবদ্দশায় কিংবদন্তি এবং ব্রিটিশ ইতিহাসের অন্যতম প্রখ্যাত মহিলা হন।

রাষ্ট্রসংঘ তাঁর জন্মদিনটিকে আন্তর্জাতিক ধাত্রী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

কুলে গ্রামের ঘটনার প্রতিবাদে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৫ নভেম্বর : মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কুলে গ্রামে কালীপুজোর সময় তৃণমূল নেতা তোতা মন্ডল এবং তার দলবল এক গৃহবধূকে শ্লীলতাহানি ও তার স্বামীর উপর নৃশংস ভাবে অত্যাচার চালায়। তারই প্রতিবাদে আজ কুলে বাজারে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য অশেষ কোনার, তাপস বসু, প্রবোধ বন্ধু প্রমূখ। বক্তরা বলেন—আমাদের রাজ্য সহ গোটা দেশে নারী নির্যাতন এক ভয়ংকর জায়গায় চলে গেছে। আমরা কুলেতেও নারী নির্যাতনের সাক্ষী থাকলাম। আসলে মানুষের গণতন্ত্র যখন লুঠ হয়, তখন শাসকদলের কিছু বাহুবলীর প্রয়োজন হয়, যারা ভোট লুঠ, তোলাবাজি, খুন, সন্ত্রাস করতে করতে গোটা এলাকা থেকে দেশ তাদের জমিদারি ভাবে। তারা নারীকে পর্যন্ত ভোগের সামগ্রী ভেবে একচেটিয়া দখল করতে চায়। এই তৃণমূল নেতা তার উদাহরণ। এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে হবে। তবেই সমাজ ও মানুষ এদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এদিন বিকালে সারা ভারত মহিলা সমিতির এক প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার পরিবারের সাথে দেখা করে পাশে থাকার বার্তা দেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্যা মালা ভট্টাচার্য, আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা পূর্নিমা সামন্ত, মিনু মমতাজ প্রমুখ। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং অপরাধীদের দ্রুত শাস্তির দাবি করা হয়।

কালনার অধিকৃত মন্দিরগুলি নিয়ে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ নভেম্বর : কালনা শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারত সরকারের অধিকৃত মন্দিরগুলো নিয়ে আজ সভা হয়। সভা আহ্বান করেন কালনা মহকুমা শাসক সুমন সৌরভ মহান্তি। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের আধিকারিক শুভ মজুমদার, কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুন্ডু, পৌরপতি দেবপ্রসাদ বাগ সহ সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক বৃন্দ। বেশ কিছুদিন থেকেই অধিকৃত মন্দিরগুলো নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় ধারাবাহিকভাবে বিরূপ খবর প্রচারিত হচ্ছিল। সেই বিরূপ খবরগুলির মধ্যে ছিল—মন্দির চত্বর আগাছায় ঢেকে গেছে। অধিকৃত মন্দির গুলি ঠিকমতো খোলা থাকেনা। পর্যটকরা এসে মন্দির দর্শন করতে পারেন না। অধিকৃত মন্দির গুলি দেখভালের ক্ষেত্রে গাফিলতি। পর্যটকদের কালনা শহরে এসে থাকার তেমন ব্যবস্থা নেই। এইসব খবর কালনা মহাকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ার পরে তিনি এই সভাটি ডাকেন। কালনা মহকুমা শাসক সুমন সৌরভ মহান্তি সভাশেষে জানান—সভায় গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। সমস্যাগুলি দূর করার লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হবে আগামী কাল থেকেই।

২৫ কিলো গাঁজা সহ ৪ জন গ্রেপ্তার মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ নভেম্বর : মেমারি দু'নম্বর ব্লকের সাতগেছিয়ার ঝিকড়া থেকে ২৫ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে মেমারি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাতগেছিয়া মন্তেশ্বর রোডের একটি প্রতীক্ষালয় হানা দেয় মেমারি থানার পুলিশ সেখান থেকেই ৪ অভিযুক্তকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। ধৃতদের আজ বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে আদালত ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর। ২. দিয়েগো মারাদোনা, ১৯৬০ সালের ৩০ অক্টোবর, মৃত্যু ২৫ নভেম্বর ২০২০, ১৯৮৬ সালে। ৩. ১৮১৩ সালের ২৫ নভেম্বর, গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস। ৪. ১৭৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর, ব্রিটিশ সেনাপতি পফ্যাসের হাতে। জন্ম ১৭৫১ সালের ২০ নভেম্বর। ৫. ১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর। ৬. ২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মনে করছে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'। ৭. ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর। ৮. ১৯৬১ সালের ২৯ নভেম্বর। ৯. ১৯৯৪ সালের ২৯ নভেম্বর। ১০. ২০১৬ সালের ২৯ নভেম্বর। ১১. ২০১৯ সালের ৩০ নভেম্বর। ১২. ১৯৭৭ সালে।

মহিলা নেত্রী সুমিতা মুখার্জী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : মহিলা নেত্রী সুমিতা মুখার্জী প্রয়াত হোন ২৯ নভেম্বর। কিডনির সমস্যায় দীর্ঘদিন ভোগার পর বেসরকারি হাসপাতালে জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা সৈয়দ মহঃ মসীহ সাহেবের স্ত্রী। তিনি ওড়গ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর সিপিআই(এম) জেলা নেতৃত্ব বাড়িতে মরদেহে মাল্যদান করেন। মহিলা নেতৃত্ব ছুটে যান শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

বধূ আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৪ নভেম্বর : আত্মঘাতী হয়েছে এক গৃহবধূ। বাড়ি মেমারি বিষয়ীপাড়া। গতকাল সকাল ৮-৩০ নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। রিম্পা দাসের মৃতদেহ এদিন বর্ধমান মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ এবং গৃহবধূর বাবার অভিযোগে জানা যায় যে প্রতিনিয়ত ওই গৃহবধূকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো। পাড়া থেকে কোন প্রতিবেশির সাথে মিশতে দেওয়া হতো না এমনকি কোনা পূজাপার্বণে বাইরে আসতে দেওয়া হতো না। এই অবসাদেই আত্মহত্যা করেছে বলে অনুমান। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন স্বামী নবকুমার দাস, শাশুড়ি কল্পনা দাস, ননদ রত্না দালাল। নবকুমার দাসের সাথে আট বছর আগে রিম্পা দাসের বিয়ে হয়। তাদের একটি ৬ বছরের ছেলে আছে। রিম্পার বাবা শিবপদ মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে ধৃত এই তিনজনকে মেমারি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে এবং আজ বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে আদালত শাশুড়ি ও ননদের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজত ও স্বামীর পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিকগ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।
-*কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

সিপিআই(এম) কর্মী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ নভেম্বর : সিপিআই(এম) কালনা ২ এরিয়া কমিটির বাদলা ১ নং শাখার প্রাক্তন সম্পাদক গৌতম মুখার্জী (৫৭)-র জীবনাবসান হয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর কুলটি গ্রামের বাড়িতে তিনি ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় আজ সকাল ৬ টা নাগাদ তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ বর্ধমান থেকে বাড়ি নিয়ে এলে সেখানে বহু দলের নেতা, কর্মী এবং অনুরাগীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তার মরদেহ রক্তিম পতাকা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। কালনা শ্মশানঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়। স্থানীয় বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের পদ তিনি দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। তার স্ত্রী ও এক কন্যা বর্তমান।

ভোলানাথ ঘোষ প্রয়াত

—প্রথম পাতার পর

মামলায় গ্রেপ্তার করে। পরে ১৯৭৮ সালে ছাড়া পেয়ে জেলা দপ্তরে আশ্রয় নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি এবং জেলা দপ্তরে কাজ দেখতেন। অবসর নেওয়ার পরও জেলা দপ্তরে কাজ করতেন।

জেলা দপ্তরে মরদেহ নিয়ে এলে লাল পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান অচিন্ত্য মল্লিক, অমল হালদার, আভাস রায়চৌধুরী। এছাড়াও মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, সৈয়দ হোসেন, পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক প্রদীপ রায়, অরিন্দম কোঙার, গণেশ চৌধুরী, সাইদুল হক, অঞ্জু কর সহ সমস্ত অফিস কর্মীরা।

সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রয়াত

—প্রথম পাতার পর

বদরুদ্দোজার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কাশেমনগরের মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানান। মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, দুর্যোধন সর, সাধনা মল্লিক, তাপস সরকার, সৈয়দ হোসেন, তমাল মাঝি, আমলগীর সেখ, প্রবীর গাঙ্গুলি প্রমুখ নেতৃত্ব।

রেজ্জাক মণ্ডল প্রয়াত

—প্রথম পাতার পর

রায়চৌধুরী, অমল হালদার, গণেশ চৌধুরী, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, সাইদুল হক, তরুন রায় সহ উপস্থিত জেলা গণসংগঠন ও বর্ধমান শহরের নেতৃত্ব এবং জেলা দপ্তরের কর্মীবৃন্দ।

ওইদিন দুপুর ১টা নাগাদ পারাজে তাঁর বাড়িতে কোভিড প্রোটোকল মেনে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। সরকারী নির্দেশ মেনে ৭ জন পার্টিকর্মী পি পি কিট পরে তাঁর মরদেহে রক্ত পতকা দেন ও মাল্যদান করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, সৈয়দ হোসেন, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, সাইদুল হক, তরুন রায়, আব্দুল মালেক ও জয়দেব অধিকারী। পারাজ পার্টি অফিসের অনতিদূরে রাজ্জাক মণ্ডলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন উপস্থিত সকল নেতৃত্ব। শোকে মুহ্যমান শতশত মানুষের কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে রাজ্জাক মণ্ডল লাল সেলাম। রাজ্জাক মণ্ডল অমর রহে। অভূতপূর্ব সফল ধর্মঘটের মনেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গলসী বাজারে শোক মিছিলে পা মেলান দরদী মানুষের দল।।

সর্বাত্মক ধর্মঘট জেলা জুড়ে

—প্রথম পাতার পর

পড়ে যায়।
আজ বামকর্মীরা সকালে পালসিট স্টেশনে প্রথমে রেল অবরোধ এবং পরে হাইওয়েতে পথ অবরোধ করে।

অবরোধের সময় রাস্তা বিশাল যানজট হওয়ায় মেমারি থানার পুলিশ অবরোধ তুলতে এলে সিপিআইএম কর্মীদের সাথে বচসা শুরু হয়। এই সময় সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর এরিয়া কমিটির সম্পাদক জহর দত্তকে পুলিশ মারধর করে বলে সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পরে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পর অবরোধ তুলে নেন।

অন্য দিকে মেমারি পৌর শহরে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসাদার দের মধ্যে ধর্মঘটের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মেমারি কৃষ্ণবাজারে দোকান পাট পুরোপুরি বন্ধ থাকলেও স্টেশনবাজার, বামুনপাড়া মোড়, নিউ মার্কেট, হাসপাতাল মোড়, চকদিঘী মোড়ে আংশিক দোকান বাজার খোলা ছিল। বনধের সমর্থনে আজ সিপিআইএম এক মিছিল করে মেমারি শহরে।

কালনা, কাটোয়া, গলসী, বুদবাদ সহ পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্রই এবারের হরতাল ছিল সর্বাত্মক।

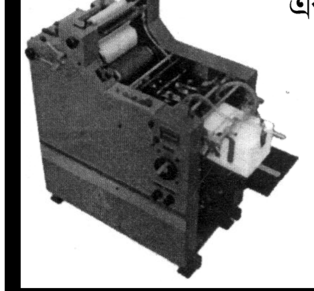

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

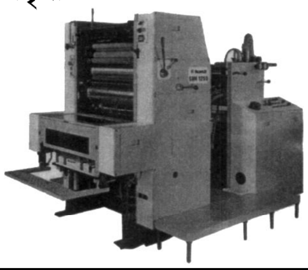

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা